ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 137 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৭ ● কলকাতা ● ০৭ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ২২ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কোনও পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ হবে না, সকলে পরিষেবা পাবেন', আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপুর: রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাতে আসার পর একাধিক পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েতে পদত্যাগের হিড়িক দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের অধীনে থাকা পঞ্চায়েতগুলি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন সদস্য থেকে প্রধানরা। তাই নাগরিক পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। যদিও আমজনতাকে সেই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না বলে সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে বেলুড় মঠে গিয়ে পুজো দেন তিনি। সেখান থেকে হাওড়া ও দুর্গাপুরে দুটি প্রশাসনিক সভা করেন। সেই মতো দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে জঙ্গলমহলের ৫ জেলার আধিকারিকরা হাজির ছিলেন। এদিন সেই বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'তাঁদের শাসনকালে কোনও ভোটার নিজের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। এই সরকার সাধারণ মানুষের।'

তিনি আরও বলেছেন, 'কীভাবে শিল্পের জোয়ার রাজ্যে আসবে তা আমরা দেখছি। সরকার কি চাইছে তার বার্তা দিতেই আধিকারিকদের সঙ্গে এদিন বৈঠক করা হয়েছে। ফলতায়

(৩ পাতার পর)

পর্ব 296

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইজন্যে উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান হচ্ছিল না আর তাঁর কথা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাঁর থেকে কিছু জ্ঞান গ্রহণ করবার জন্য এসেছিলাম আর তিনি জ্ঞান দেওয়ার জায়গায় আমার ভিতরের কোন জ্ঞানকে জাগানোর চেষ্টা করছিলেন, এরকম মনে হচ্ছিল। তাহলে সেটা কি যেটা আমার ভিতরে আছে?

ক্রমশঃ

জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড়, রান্টুয়ায় বিজেপির বিজয় মিছিল ঘিরে উৎসবের আবহ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উৎসবের আবহ। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর গ্রাম থেকে শহর— সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে বিজয় মিছিল, আবির খেলা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচি। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে জঙ্গলমহলের একাধিক এলাকায় এখন কার্যত উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার নয়াগ্রাম বিধানসভার রান্টুয়া এলাকায় অনুষ্ঠিত হল বিজেপির বিজয় মিছিল ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। নয়াগ্রাম বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী অমিয় কিস্কুর জয়লাভকে কেন্দ্র করে গোপীবল্লভপুর ৫ নম্বর মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের শিবানন্দপুর থেকে চোরমুন্ডি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে বিশাল বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। রোদকে উপেক্ষা করে মিছিলে অংশ নেন কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষও। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিতে দেখা যায়। এদিন গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ধামসা-মাদলের তালে নাচে-গানে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকেরা। হাতে দলীয় পতাকা ও ব্যানার নিয়ে জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা গ্রামাঞ্চল।

মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা। সেখানে উপস্থিত দলীয় নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী দিনে এলাকার উন্নয়ন, রাস্তা, পানীয় জল ও সাধারণ পরিষেবা নিয়ে কাজ করার আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমিয় কিস্কু, গোপীবল্লভপুর ৫ নম্বর মন্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই, সাতমা মন্ডল বিজেপি সভাপতি ভাস্কর মন্ডল, গোপীবল্লভপুর ৩ নম্বর মন্ডল বিজেপির সভাপতি স্বপন রথ, নয়াগ্রাম মন্ডল বিজেপির সভাপতি পরমেশ্বর মন্ডল-সহ জেলা ও মন্ডল নেতৃত্ব। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের সমর্থন ও পরিবর্তনের প্রত্যাশার ফলেই এই জয় এসেছে। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার বার্তাও দেন তাঁরা।

মন্তব্য 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলেও আপাতত স্বস্তি অভিষেককে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ওই এফআইআর খারিজের আর্জি জানালেও তা নাকচ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেকের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দলের শীর্ষ পদে থেকেও তিনি এমন মন্তব্য কেন করবেন, তা জানতে চান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, গত ১৫ মে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। অভিষেকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। একই সঙ্গে অভিষেকের বিরুদ্ধে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়। তার পরেই গত ১৮ মে বিধাননগর থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করতে চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক। হাই কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে অভিষেককে। তদন্তে তিনি

এরপর ৫ পাতায়

কাদম্বিনী চা-বাগানে হাতির হামলায় প্রবীণের মৃত্যু,আতঙ্কে শ্রমিক মহল

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফের হাতির হামলায় প্রাণ গেল এক প্রবীণের। বৃহস্পতিবার ভোরে ফালাকাটার কাদম্বিনী চা-বাগানের ২১ নম্বর সেকশনের রাস্তায় মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে।মৃতের নাম সাঞ্চারোয়া খাড়িয়া (৬৭) তিনি বাগানের লোহা লাইনের বাসিন্দা ছিলেন।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও তিনি ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।সেই সময় আচমকাই একটি দলছুট দাতাল হাতি পিছন দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করে। হাতির আঘাতে তিনি গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।স্থানীয় শ্রমিকদের দাবি, বুধবার গভীর রাতে একদল হাতি চা-বাগানে ঢুকে পড়ে।পরে সেই হাতির দল দক্ষিণ

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কোনও পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ হবে না, সকলে পরিষেবা পাবেন', আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

পুনর্নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোট পড়েছে।' দুর্গাপুরের মানুষকে এদিন আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন হাওড়াতেও প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন তিনি। দুর্গাপুরের বৈঠক শেষে তিনি রওনা দিয়েছেন দিল্লির উদ্দেশ্যে।দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যদের অধিকাংশ পালিয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত অফিসকে অচল করে রাখার অধিকার কারোর নেই। পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকবে না। পঞ্চায়েতের সচিব কাজ করবেন।' রাজ্য সরকারের কোন কোন প্রকল্প চালু থাকবে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। যে প্রকল্পগুলি চলছে সবকটি চালু থাকবে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল সবাই পাবেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। এই সরকার মুখে যেটা বলবে, সেটা কাজেও করে দেখাবে।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'আগের সরকারের এই ধরনের প্রশাসনিক সভায় প্রচুর পরিমাণে খরচ করত। কিন্তু সেই খরচ এখন কমানো হচ্ছে। আমাদের সরকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এই সরকার সচেতন এবং সংবেদনশীল।'

(২ পাতার পর)

কাদম্বিনী চা-বাগানে হাতির হামলায় প্রবীণের মৃত্যু,আতঙ্কে শ্রমিক মহল

পারঙ্গেরপাড় গ্রাম পর্যন্ত চলে যায়। যদিও পরে বেশিরভাগ হাতি জঙ্গলে ফিরে যায়, তবে একটি দাতাল হাতি দলছুট হয়ে এলাকায় থেকে যায়। তার সামনেই পড়ে যান ওই প্রবীণ ব্যক্তি।এই ঘটনায় গোটা বাগান এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।স্থানীয়দের অভিযোগ, হাতির উপদ্রব বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত নজরদারি নেই। বন দপ্তরের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।অন্যদিকে, জলদাপাড়া বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা এবং পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, হাতি উপদ্রুত এলাকায় ভোর বা গভীর রাতে একা বাইরে বের না হওয়ার জন্য বারবার সচেতন করা হলেও অনেকেই সেই নির্দেশ মানছেন না।

এবার মাদ্রাসাতেও গাইতে হবে 'বন্দে মাতরম', 'আর তোষণের রাজনীতি নয়', বলছে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম' বাধ্যতামূলক করেছে শুভেন্দু সরকার। এবার রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাতেও ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনায় গাইতে হবে এই রাষ্ট্রগীত। ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তরের তরফে এই মর্মে নতুন একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সেই বিতর্ক আগেই উড়িয়ে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, "বিকৃত ইতিহাসকে বদলের এটাই সঠিক সময়।" এহেন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি নেতা জানান, কেন্দ্রের তরফে এই বিষয়ে নির্দেশ

এরপর ৬ পাতায়

অর্জুনপুত্র জিততেই ভাটপাড়া পুরসভায় গণইস্তফার হিড়িক! পদ ছাড়লেন ২৯ জন কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হালিশহরের পর এবার ভাটপাড়া। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলিতে গণইস্তফার ধাক্কা আরও জোরাল হল। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ একযোগে পদত্যাগ করলেন ২৯ জন কাউন্সিলর। ঘটনায় জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরসভার রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম - সব কিছু নিয়েই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কাঁচরাপাড়া পুরসভায় ১৫ জন এবং বুধবার হালিশহর পুরসভায় ১৬ জন কাউন্সিলরের গণইস্তফার ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাপের মুখে পড়েছে তৃণমূল। তার মধ্যেই ভাটপাড়ায় আরও বড়সড় ভাঙন পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দিল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, শিল্পাঞ্চল জুড়ে পুর প্রশাসনের ভিত নড়ে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে এই ধারাবাহিক ঘটনায়। এদিকে সূত্রের খবর, শুক্রবার গারুলিয়া পুরসভাতেও একাধিক

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

বেলুড় মঠে শুভেন্দু

রাজ্য রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো বেলুড় মঠ। মুখ্যমন্ত্রী পদের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর, আজ প্রথমবার রামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রথাগত রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে দূরে, এক শান্ত, সৌম্য এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে আজ ধরা দিলেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রথম সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে বেলুড় মঠ কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের কিছু মূল্যবান গ্রন্থ উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর এই আত্মিক বিনিময় আগামী দিনে রাজ্যের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও ক্ষমতার অহংকারকে দূরে সরিয়ে রেখে শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে সন্ন্যাসীদের চরণে নিজেকে সঁপে দিলেন, তা এক নতুন ও ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। এই মার্জিত, নম্র ও ঐতিহ্যমনস্ক রূপ তাঁর অনুগামীদের যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনই আমজনতার চোখে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।মঠ চত্বরে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে আজ সকাল থেকেই ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

যাঁরা শুভেন্দু অধিকারীকে কাছ থেকে চেনেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর রাজনৈতিক দৃঢ়তার অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর আধ্যাত্মিক মন। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তাঁর পারিবারিক সংস্কারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষমতার অলিন্দে থেকেও তিনি কখনো নিজের শিকড় এবং সনাতন সংস্কৃতিকে ভুলে যাননি। আজ বেলুড় মঠের পবিত্র পরিমণ্ডলে তাঁর সেই অন্তরের ভক্তিভাবই যেন পূর্ণরূপে প্রকাশ পেল। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে যখন তিনি প্রবেশ করেন, তখন চারপাশের কোলাহল ছাপিয়ে এক পরম শান্ত সমর্পণের ছবি ফুটে ওঠে তাঁর অবয়বে। হাত জোড় করে, চোখ বুজে আরতি দর্শন করার সেই ভাবগম্ভীর মুহূর্তটি উপস্থিত সবাইকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল।

গর্ভগৃহ দর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী গৌতমানন্দ জির কক্ষে। সেখানে কোনো রাজনৈতিক দম্ভ নয়, বরং একজন সাধারণ ভক্তের মতো অত্যন্ত বিনম্রভাবে বরিষ্ঠ মহারাজদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি। মহারাজও পরম স্নেহে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। এরপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত ঘর এবং মা সারদাদেবীর মন্দিরে গিয়েও গভীর শ্রদ্ধায় পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম নিবেদন করেন। উপস্থিত দর্শনার্থীদের মতে, সনাতন সংস্কৃতির প্রতি শুভেন্দুর এই নিঃশর্ত শ্রদ্ধা প্রমাণ করে যে, বাংলার শাসনভার এখন এক যোগ্য, সংস্কৃতিবান এবং অধ্যাত্ম-চেতনাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের হাতে সুরক্ষিত।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বাদশ পর্ব)

মাতৃবন্দনায় বন্দিত হয়েছে এইসব জন জাতিরা।জঙ্গলের জিয়ারত দেবী সর্ব দেবতাঃ দেবী মা মনসার জন্ম কাহিনী আমরা যতটুকু জানি। শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। ভক্তদের কাছে মা মনসা বিষহরি (বিষনাশকারিণী), জগৎগৌরী, নিত্যা (চিরন্তনী) ও পদ্মাবতী নামেও পরিচিতা। তাঁর পূজা প্রধানত বাংলা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত। বর্ষার প্রকোপে এ সময় সাপের বিচরণ বেড়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পুষ্পা পালাতেই লাইনে ঢল! জাহাঙ্গীরহীন ফলতায় ব্যাপক ভোটদান

নয়াদিল্লি, ২০ মে, ২০২৬

২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় ভোট হয়েছিল ফলতায়। কিন্তু সেই ভোটে একাধিক অভিযোগ ওঠে। পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। সেই পুনর্নির্বাচন হল ২১ মে। কমিশনের তথ্য, ফলতায় ভোট পড়েছে ৮৭.৮৮ শতাংশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এবার প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নেয়নি। গোটা ফলতাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলে মোট ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রতি বুথের ভেতরে ও বাইরে কড়া প্রহরায় রয়েছে এক সেকশন করে কেন্দ্রীয় জওয়ান। এছাড়া ২৮৫টি বুথেই ওয়েব কাস্টিং এবং সিসিটিভি-র মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালাচ্ছে কমিশন। যেকোনো ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি চোখের নিমেষে রুখে দিতে বুথের বাইরে চষে বেড়াচ্ছে ৩৫টি কুইক রেসপন্স টিম । সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোথাও কোনও বড় ধরণের অশান্তি বা রিগিংয়ের খবর মেলেনি। দিনের শেষে, সেই ফলতায় ভোট পড়েছে ৮৭.৮৮ শতাংশ।পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক খোলনলচে বদলে যাওয়ার আবহে আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু হয় বহুল চর্চিত পুনর্নির্বাচন।গত ২৯শে এপ্রিলের প্রথম দফার ভোটে বুথ জ্যাম ও ইভিএম বিকৃতির একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠার পর, কমিশন

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পূর্বজন্ম কিংবা বর্তমান জন্মের কর্মানুসারে তিনি ভালো বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে তাহলে শনিদেব ক্ষমা করে পাপকারীর অজ্ঞাতেই তাকে সুকর্মের প্রতি পরিচালিত করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

মন্তব্য 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলেও আপাতত স্বস্তি অভিষেককে

সহযোগিতা না-করলে আদালতে আবেদন জানাতে পারবে পুলিশ। একই সঙ্গে হাই কোর্টের নির্দেশ, অভিষেককে তলব করতে হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে পুলিশকে। আদালতের অনুমতি ছাড়া আপাতত দেশ ছাড়তে পারবেন না অভিষেক। এফআইআর খারিজের আর্জি নাকচ করে বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে তদন্ত চলবে। আগামী ২০ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বৃহস্পতিবার অভিষেকের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের উদ্দেশে বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, 'আপনি বলছেন আপনার মক্কেল সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। তিন বারের সাংসদ। তিনি কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করবেন? নির্বাচনের আগে কেন এমন করা হবে? যে রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসার মতো কালো ইতিহাস রয়েছে।'

কল্যাণ তাঁর সওয়ালে বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন। রাজনৈতিক দলের নেতারা সভা থেকে এমন মন্তব্য করে ফেলেন।' কিন্তু এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি। তিনি বলেন, 'অন্য কারও বিষয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। আপনি আদালতে এসেছেন, তাই আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক এমন মন্তব্য করবেন কেন? তাঁর কাছ থেকে কি এমন উস্কানিমূলক মন্তব্য আশা করা যায়?' প্রত্যুত্তরে কল্যাণ বলেন, 'অপরাধ এবং আচরণ, দু'টি আলাদা বিষয়। ওই মন্তব্যের জন্য অপরাধ হয়েছে কি না দেখতে হবে।'

রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, 'কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলতেই পারে। এ ক্ষেত্রে মামলাকারীকে কি হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে?' রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, এই মুহূর্তে ওই মামলায় হেফাজতে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এমনকি পুলিশ গ্রেফতারের মতো কোনও পদক্ষেপ করেনি। অভিষেকের ওই মন্তব্যের জন্য ভোট-পরবর্তী হিংসার মতো ঘটনা ঘটেছে কি না, পুলিশ তার তদন্ত করছে।

অভিষেকের মন্তব্যের সমালোচনা করে বিচারপতি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস অন্য কথা বলছে। তাঁর কাছ থেকে এমন মন্তব্য মানা যায় না। তিনি বিচক্ষণ মন্তব্য করবেন, এটাই তো হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও দল জিততে বা হারতে পারে। একজন সাংসদের কি এমন মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?'

(২ পাতার পর)

অর্জুনপুত্র জিততেই ভাটপাড়া পুরসভায় গণইস্তফার হিড়িক! পদ ছাড়লেন ২৯ জন কাউন্সিলর

কাউন্সিলর পদত্যাগ করতে পারেন। সেই সম্ভাবনা ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে উদ্বেগ বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, "নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"একইসঙ্গে শুক্রবার গারুলিয়া পুরসভাতেও একাধিক কাউন্সিলরের পদত্যাগের সম্ভাবনা ঘিরে জল্পনা তীব্র হয়েছে।

সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই অসন্তুষ্ট কাউন্সিলরদের মধ্যে একাধিক বৈঠক চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে। ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে দুই কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩৩ জনের মধ্যে এদিন চেয়ারম্যান-সহ ২৯ জন কাউন্সিলরের একযোগে ইস্তফার খবর ছড়াতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়।

ভাটপাড়া পুরসভা মানেই একসময়ে ছিল একচেটিয়া 'বাহুবলী' নেতা অর্জুন সিংয়ের দাপট। তিনি পুরচেয়ারম্যানও ছিলেন। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর পুত্র পবন সিং এখন ভাটপাড়ার বিধায়ক। তারপর থেকেই ভাটপাড়া পুরসভায় জটিলতা বাড়ছিল। দীর্ঘদিন ধরে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি, অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কাউন্সিলরদের একাংশে। সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই অসন্তুষ্ট কাউন্সিলরদের মধ্যে একাধিক বৈঠক চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে। ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে দুই কাউন্সিলরের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৩৩ জনের মধ্যে এদিন চেয়ারম্যান-সহ ২৯ জন কাউন্সিলরের একযোগে ইস্তফার খবর ছড়াতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়।

পুরসভার বিদায়ী ভাইস চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, "ভাটপাড়া পুরসভা এলাকার মধ্যেই পড়ছে ভাটপাড়া ও জগদ্দল – দুটি বিধানসভা কেন্দ্র। সেখানে তৃণমূলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ পুরসভার নাগরিক পরিষেবার ব্যর্থতা। এলাকায় একাধিক পুকুর ভরাটের অভিযোগ, নেতৃত্বের ঔদ্ধত্য ও অহংকার সবকিছুরই প্রভাব পড়েছে ভোটের ফলে। পাশাপাশি, বিধানসভার ফল ঘোষণার দিন থেকেই চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে পুরপরিষেবা আরও মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই কারণেই আমরা ইস্তফা দিয়েছি।"

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(পঞ্চম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সেল প্রযুক্তির মতো মূল সহায়ক প্রযুক্তিগুলোর উপর বিশেষ জোর দিয়ে উদ্ভাবন ও গবেষণা সহযোগিতা বাড়াবে।

খ. সেমিকন্ডাক্টর এবং সংশ্লিষ্ট উদীয়মান প্রযুক্তি বিষয়ে ভারত-নেদারল্যান্ডস অংশীদারিত্বের সমঝোতা স্মারকটিকে কাজে লাগিয়ে:

১. ভারত ও নেদারল্যান্ডস উভয়ের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতার নতুন পথ অন্বেষণ করবে।

২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ফোটোনিক্স, কোয়ান্টাম এবং সাইবার-সিকিউরিটির মতো খাতে উভয় দেশে প্রযুক্তি মূল্য শৃঙ্খল অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে উদীয়মান প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

৩. ডাচ সেমিকন কম্পিটেন্স সেন্টারকে ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত করা, যাতে সহযোগিতা, প্রযুক্তি ও প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে সেমিকন্ডাক্টর খাতকে, বিশেষত শিল্প, স্টার্টআপ, স্কেল-আপ, এসএমই এবং তাদের সরবরাহকারীদের সমর্থন ও শক্তিশালী করা যায়।

গ. সেমিকন্ডাক্টর এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে একটি মেধা সেতু তৈরির জন্য আইন্দহোভেন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ও ইউনিভার্সিটি অফ টোয়েন্টি এবং ভারতের ছয়টি শীর্ষস্থানীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠানের (আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর, আইআইটি বোম্বে, আইআইটি দিল্লি, আইআইটি গান্ধীনগর, আইআইটি গুয়াহাটি এবং আইআইটি মাদ্রাজ) মধ্যে স্বাক্ষরিত সহযোগিতা স্মারকলিপিকে সমর্থন করা, যা এনএক্সপি, এএসএমএল, টাটা এবং সিজি সেমি দ্বারা সমর্থিত।

ঘ. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস-ভারত সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন করা এবং জ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করতে নিয়মিত আলোচনা করবে।

ঙ. স্টেম ক্ষেত্রের মতো শিক্ষামূলক এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অন্বেষণ করবে।

চ. ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে চলমান মহাকাশ অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, সরকারি, শিল্প এবং একাডেমিক স্তরে আরও সহযোগিতার ক্ষেত্র অন্বেষণ করা যেতে পারে, যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, জল সমস্যা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং বায়ুর গুণমানসহ সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মহাকাশ-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

এবার মাদ্রাসাতেও গাইতে হবে 'বন্দে মাতরম', 'আর তোষণের রাজনীতি নয়', বলছে বিজেপি

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা কার্যকর করতে দেয়নি। এখন সঠিক তথ্য তুলে ধরা হবে। তবে মাদ্রাসায় প্রার্থনার সময় বন্দে মাতরম গাওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফে। একইসঙ্গে সরকারের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে অফিসিয়াল সমাজমাধ্যমে বিজেপি লিখছে, "এই সিদ্ধান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন নিয়ম প্রতিষ্ঠার বার্তা দিচ্ছে। আর তুষ্টিকরণ নয় বরং সবার জন্য সমান নীতি প্রযোজ্য।"যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সে মতো রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারপোষিত ও স্বীকৃত মাদ্রাসায় সকালবেলার প্রার্থনা সভায় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুরানো সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে এহেন নির্দেশিকা দ্রুত কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

এবার রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাতেও ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনায় গাইতে হবে এই রাষ্ট্রগীত। ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তরের তরফে এই মর্মে নতুন একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পরেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এই বিষয়ে গত বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আগামী সোমবার থেকেই সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক করা হবে।' এরপরেই শিক্ষাদপ্তরের তরফে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। আর এই বিজ্ঞপ্তির পরেই সমস্ত সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলে এই রাষ্ট্রগীত বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই মতো পঠনপাঠন শুরুর আগে প্রার্থনা সভায় গাওয়া হচ্ছে বন্দে মাতরম। এবার মাদ্রাসাতেও গাইতে হবে এই রাষ্ট্রগীত। যদিও এহেন নির্দেশিকা নিয়ে বেশ কিছুটা বিতর্ক হয়।

(৪ পাতার পর)

পুষ্পা পালাতেই লাইনে ঢল! জাহাঙ্গীরহীন ফলতায় ব্যাপক ভোটদান

কড়া পদক্ষেপ করে এই কেন্দ্রের সমস্ত বুথেই নতুন করে ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো আজ সকাল সাতটা থেকে কড়া সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে শুরু হয়েছে ভোটদান প্রক্রিয়া, যা চলবে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত।

ভোর থেকেই গ্রামীণ ও শহরের বুথগুলিতে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়েছিল। তীব্র গরমের কথা মাথায় রেখে দুপুরের আগেই ভোট সেরে নিতে প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায়। এবারের পুনর্নির্বাচনে ফলতা কেন্দ্রের মোট ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৪৪ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩০০ জন, মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ১৫ হাজার ১৩৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৯ জন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ভোটারদের সুবিধার্থে প্রতিটি কেন্দ্রে পানীয় জল, ওআরএস, বিশ্রামের জায়গা এবং অসুস্থ বা প্রবীণদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

সিনেমার খবর

হলিউডে অভিষেক দিশা পাটানির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্তমান সময়ের পরিচিত মুখ দিশা পাটানি অ্যাকশন-থ্রিলারভিত্তিক মুভি 'দ্য পোর্টাল অফ ফোর্স'-এর মাধ্যমে হলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার(৮ মে) ছবিটির ট্রেলার প্রকাশ করা হয়েছে।

ট্রেলারে দিশাকে জেসিকা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যিনি স্ট্যাটিগার্ডস এবং হলিগার্ডস—এই দুটি প্রাচীন গোষ্ঠীর মাঝে আটকা পড়া এক কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে জেসিকাকে 'নির্বাচিতা' হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ছবিটিতে দিশা ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন কেভিন স্পেসি, টাইরেস গিবসন এবং ডলফ লুন্ডগ্রেন। এই প্রজেক্টটি লাডো ওখোটনিকভের তৈরি নতুন সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স 'স্ট্যাটিগার্ডস ভার্সেস হলিগার্ডস সাগা'-র প্রথম কিস্তি।

ছবির প্রেক্ষাপটে জেসিকা উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের কন্যা এবং তিনি এই যুদ্ধ ও মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণে মূল ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

হলিউপে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, আমি এই বিশেষ প্রজেক্টটির ট্রেলারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আমার প্রথম আন্তর্জাতিক কাজ ছিল, একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর এবং ভীতিকর। তবে অভিনয়ের কৌশল অন্বেষণের সুযোগ ছিল বিশাল। অভিজ্ঞ ও বৈচিত্র্যময় কলাকুশলীদের সঙ্গে কাজ করাটা নিজেই একটা শিক্ষার মতো ছিল। আপনি উপলব্ধি করবেন যে গল্প বলা ভাষা এবং ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে, পর্দায় সততা সর্বজনীন। আমি সবসময়ই অ্যাকশন ভালোবাসি এবং নিজের দেশে যা শিখেছি তা একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসাটা আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে শক্তি যুগিয়েছে।

আন্তর্জাতিক কলাকুশলীদের সঙ্গে কাজ করার সময় এই চলচ্চিত্রটিকে একটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা হিসেবেও বর্ণনা করেছেন এই অভিনেত্রী।

কেভিন স্পেসি পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে দুই দশকেরও বেশি সময় পর তিনি পরিচালনায় ফিরছেন। নির্মাতারা সিনেমাটিকে দুটি বিরোধী প্রাচীন শক্তির মধ্যে একটি গোপন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নির্মিত একটি অতিপ্রাকৃত অ্যাকশন-থ্রিলার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হলিউডে অভিষেকের পাশাপাশি দিশাকে আসন্ন বলিউড চলচ্চিত্র 'আওয়ারাঁপন ২'-এও দেখা যাবে।

'ক্যাটফাইট শুধু গল্পেই থাকে, বাস্তবে নয়', বিবাদের বিষয়ে মুখ খুললেন সারা ও রাকুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান ও রাকুল প্রীত সিং তাদের মধ্যকার শত্রুতার গুঞ্জনকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারা জানান, 'পতি পত্নী অর ওহ ২' সিনেমার সেটে কোনো প্রতিযোগিতা নয়, বরং অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ ছিল।

রাকুল প্রীত সিং এই ধরনের গুঞ্জনের জন্য সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া ন্যারেটিভকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, মিডিয়াই এই ধারণা তৈরি করেছে। কোনো গল্প বারবার বলা হলে মানুষ সেটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বাস্তবে অভিনেত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার এই ধারণাটি পুরোপুরি বানোয়াট। তার মতে, পেশাদার অভিনয়শিল্পীরা ব্যক্তিগত বিবাদের চেয়ে সিনেমার সাফল্যের দিকেই বেশি মনোযোগ দেন।

সারা আলি খান জানান, সেটে প্রত্যেকেই আলাদা ব্যক্তিত্বের হলেও সবার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেন, সেটে আমরা একটি বড় পরিবারের মতো ছিলাম। পরিচালক মুদাসসর আজিজ প্রতিটি চরিত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সাজিয়েছেন, তাই কার পার্ট বড় তা নিয়ে কোনো রেষারেষি হয়নি। একজন সহ-অভিনেতা ভালো কাজ করলে দিনশেষে সিনেমাটিই শক্তিশালী হয়।

আগামী ১৫ মে মুক্তি পেতে যাচ্ছে আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান ও রাকুল প্রীত সিং অভিনীত এই সিনেমাটি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন বিজয় রাজ ও তিগমাংশু ধুলিয়া। সিনেমার প্রচারণার সময় অভিনেত্রীদের এই স্পষ্ট বার্তা বর্তমানে বলিউডে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

খাবার নিয়ে সহকর্মীকে অপমান, প্রযোজককে একহাত নেন অক্ষয় খান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরপর ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়ে বলিউড অভিনেতা অক্ষয় খান্না বর্তমানে সাফল্যের তুঙ্গে রয়েছেন। সাফল্যের এই আবহে বড় পর্দার এই অন্তর্মুখী অভিনেতার এক অজানা রূপের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেতা অমিত বহেল।

সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কাননের ইউটিউব পডকাস্টে তিনি স্মৃতিচারণা করেন এমন এক ঘটনার, যেখানে একজন স্বল্প পরিচিত অভিনেতার আত্মসম্মান রক্ষায় আয়েয়গিরির মতো ফেটে পড়েছিলেন অক্ষয়।

অমিত বহেল জানান, একটি চলচ্চিত্রের শুটিং চলাকালীন প্রধান অভিনয়শিল্পী এবং কলাকুশলীদের যে হোটেলে রাখা হয়েছিল, সেখানে দুপুরের খাবার খেতে এসেছিলেন অন্য এক হোটেলে থাকা একজন চরিত্রাভিনেতা। সেই অভিনেতা যখন বুফে থেকে খাবার নিয়ে প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলেছেন, ঠিক তখনই প্রযোজকের পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয় বিষয়টি লক্ষ করেন এবং আপত্তি জানান। সঙ্গে সঙ্গে প্রোডাকশনের পক্ষ থেকে সেই অভিনেতাকে খাবার খেতে বাধা দিয়ে বলা হয় যে, এটি তার জন্য নয়। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সেই অভিনেতা নিজের প্লেটটি সরিয়ে রেখে নিঃশব্দে একপাশে গিয়ে বসে পড়েন।

এই ঘটনাটি অক্ষয় খান্নার নজর এড়ায়নি। সাধারণত সেটে খুব কম কথা বলা এই অভিনেতা সেদিন আর চুপ থাকতে পারেননি। অমিত বহেলের ভাষায়, অক্ষয় সেদিন ক্ষুধার প্রকৃত অর্থ এবং একজন শিল্পীর সম্মান নিয়ে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। অক্ষয় সাফ জানিয়ে দেন, কয়টি প্লেট নষ্ট হলো বা কতটুকু খাবার খরচ হলো, তা দিয়ে সিনেমা তৈরি হয় না; বরং সিনেমা তৈরি হয় মানুষের আশীর্বাদে। সেদিন সেটে উপস্থিত সকলে অক্ষয় খান্নার এক অন্য রূপ দেখেছিলেন। শান্ত স্বভাবের এই মানুষের ভেতর থেকে যেভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এসেছিল, তা দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

বর্তমানে অক্ষয় খান্না তার নতুন কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। 'ধুরন্ধর' ছবিতে লিয়ারি গ্যাংস্টার রেহমান ডাকাইত হিসেবে তার অভিনয় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এবার তিনি পা রাখতে চলেছেন দক্ষিণী সিনেমাতেও। 'মহাকালী' ছবির মাধ্যমে তার তেলুগু অভিষেক হতে চলেছে। এর পাশাপাশি নেটফ্লিক্সের নতুন প্রজেক্ট 'ইক্কা'-তে সানি দেওলের বিপরীতে তাকে প্রধান খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে।

সহকর্মীদের প্রতি তার এই দরদ এবং বিনয় সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছে।

মুম্বইকে হারিয়েও দুশ্চিন্তা নাইট শিবিরে, কোন অঙ্কে শেষ চারে খেলবেন রাহানেরা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গতকাল মুম্বইকে ৪ উইকেটে হারানোর পর যখন কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে সম্প্রচারকারী সংস্থার সামনে সাক্ষাৎকার দিতে এলেন, তাঁকে দেখে মনে হল, অনেকটা রিল্যাক্সড রয়েছেন। সেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। শেষ ৫ ম্যাচে ৪ জয়, রীতিমতো খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসা। স্বপ্ন তো দেখবেনই সমর্থকরা। যদিও এই মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে একসময় সেই চেনা ভুল করছিল কেকেআর। মাঠে ফেলে আসছিল ম্যাচ, কিন্তু ভাগ্য যার সঙ্গে থাকে, তাকে কি কেউ কোনওভাবে মারতে পারে? না। সেই কারণেই মুম্বইকে হারিয়ে এখনো প্লে অফের অঙ্কে বেঁচে নাইটরা।

এই মুহূর্তে ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট রয়েছে কলকাতার। আগামী রবিবার তাদের শেষ ম্যাচ রয়েছে দিল্লির সঙ্গে। সেই ম্যাচ যদি কেকেআর জিতে যায়, তাহলে তাদের পয়েন্ট হবে ১৫। আবার রাজস্থান রয়্যালস শেষ ম্যাচে মুম্বইকে হারিয়ে দিলে কেকেআরের সব আশা শেষ। রাজস্থান যদি শেষ ম্যাচে হারে তাহলে কেকেআরের সঙ্গে সুযোগ থাকবে পাঞ্জাব কিংসের, কারন পাঞ্জাবেরও ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট রয়েছে। যদি পাঞ্জাব নিজেদের শেষ ম্যাচে লখনৌকে হারায়, এবং কেকেআরও দিল্লিকে হারায়, তাহলে দুই দলেরই পয়েন্ট হবে ১৫। সেক্ষেত্রে দেখা হবে রানরেট। এই মুহূর্তে পাঞ্জাবের রান রেট কলকাতার থেকে ভাল। পাঞ্জাবের রান রেট +০.২২৭। কলকাতার রান রেট +০.০১১।

গতকাল ইডেনের ম্যাচে ফিরেছিলেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক। কিন্তু মাত্র ২৬ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ৬ বলে ১৫ করে আউট হয়ে যান রোহিত। করবিন বশের বদান্যতায় ২০ ওভার শেষে ১৪৭ রান বোর্ডে তুলেছিল মুম্বই। কৃপণ বোলিং করলেন সুনীল নারিন। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে দিলেন মাত্র ১৩ রান। তবে এই রান তুলতেও কেকেআরের লাগল ১৯ ওভার, হারাতে হল ৬টা উইকেট। ব্যাটিংয়ের পর বোলিংয়েও ৩ উইকেট পেলেন বশ। যদিও, এই রানরেটই না শেষে পার্থক্য গড়ে দেয়, নাহলে এই টানা জেতার যে কোনও দামই থাকবে না।

মিতোমার বিশ্বকাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা

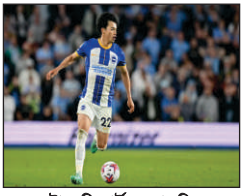

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংলিশ প্রিমিয়াল লিগে উলভসের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়েওেছন ব্রাইটনের লেফট উইঙ্গার কাওরু মিতোমা। এতে আসন্ন বিশ্বকাপে জাপানের হয়ে তার অংশ নেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

৯ মে ম্যাচে উলভসকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় ব্রাইটনে। ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে বল তাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ বাম উরুর পেছনের অংশে হাত চেপে ধরে পড়ে গেলে, এই মিতোমা খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন।

জানা গেছে, মিতোমা ক্রাচে ভর দিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বের হন। এতে জাপানের প্রধান কোচ হাজিমে মোরিয়াসুর জন্য বড় উদ্বেগের দেখা দিয়েছে।

ম্যাচের পর মিতোমার চোট সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ব্রাইটন ম্যানেজার ফাবিয়ান হুরজিলার বলেন, আমাদের স্ক্যানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তারপর আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারব। অবশ্যই ব্যাপারটা দেখতে ভালো ছিল না, কিন্তু আমি একজন ইতিবাচক মানুষ এবং এ ব্যাপারে আমি ইতিবাচকই থাকি।

তিনি আরও বলেন, দেখে মনে হচ্ছিল এটা হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি, কিন্তু এটা আসলেই ইনজুরি কি না, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা যাক।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে আগামী ১৪ই জুন টেক্সাসের আর্লিংটনে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে জাপান। পরে গ্রুপ 'এফ'-এ তারা তিউনিসিয়া এবং সুইডেনেরও মুখোমুখি হবে।

বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সামনে রেখে আগামী সোমবার ফিফার কাছে ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে যাচ্ছে ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল। ব্রাজিলের এই প্রাথমিক তালিকায় জায়গা পাচ্ছেন তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র এবং উদীয়মান প্রতিভা এন্তেভাও উইলিয়ান। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো স্পোর্টস এ তথ্য জানিয়েছে।

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে ১১ মে'র মধ্যে ৩৫ থেকে ৫৫ জনের একটি প্রাথমিক তালিকা জমা দিতে হবে। এই তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হলেও তা প্রকাশ করবে না ফিফা।

আগামী ১ জুন কোচদের প্রাথমিক দল থেকে ছাঁটাই করে ২৩ থেকে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত দল ঘোষণার পর কোনো খেলোয়াড় চোটে পড়লে পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে। তবে বদলি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া খেলোয়াড়কে অবশ্যই প্রাথমিক তালিকায় থাকতে হবে।

বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দেশগুলোর চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের স্কোয়াড আগামী ২ জুন একযোগে প্রকাশ করবে ফিফা। যদিও দেশগুলো চাইলে এর আগেই নিজেদের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করতে পারবে।

ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি আগামী ১৮ মে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, পুরোপুরি ফিট প্রমাণ করতে পারলে নেইমার চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা পেতে পারেন।

অন্যদিকে, চেলসি এফসি'তে যোগ দিতে যাওয়া তরুণ তারকা এন্তেভাও বর্তমানে পালমেইরাসের তত্ত্বাবধানে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার চেষ্টা করছেন। সময়মতো ফিট না হলে তাঁর বিকল্প হিসেবে এড্রিক কিংবা রাইয়ানকে বিবেচনায় আনা হতে পারে।

তবে চোটের কারণে বড় ধাক্কা খেয়েছে ব্রাজিল। রিয়াল মাদ্রিদের দুই তারকা এডার মিলিতাও ও রদ্রিগো পুরো বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেছেন। ফলে তারা প্রাথমিক স্কোয়াডেও জায়গা পাচ্ছেন না। গুরুত্বপূর্ণ দুই ফুটবলারের অনুপস্থিতি আনচেলত্তির পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR